বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়

সিটি কর্পোরেশনের অনুকূলে উন্নয়ন সহায়তার

অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০২২

স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
www.lgd.gov.bd

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়

সিটি কর্পোরেশনের অনুকূলে উন্নয়ন সহায়তার

অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০২২

স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
www.lgd.gov.bd

প্রকাশকাল
জুন ২০২২

প্রকাশনায়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সহযোগিতায়
পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা (পিএসবি), স্থানীয় সরকার বিভাগ
জাতিসংঘের শিশু উন্নয়ন বিষয়ক তহবিল (ইউনিসেফ), বাংলাদেশ

বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিটি কর্পোরেশন -১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

নম্বর: ৪৬.০০.০০০০.০৭০.২২.০০৫.২২-৭৩৫

তারিখ: ১৩ আষাঢ় ১৪২৯
২৭ জুন ২০২২

প্রেরক: মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী
সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ

প্রাপক: প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
................................সিটি কর্পোরেশন (সকল)

বিষয়: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় সিটি কর্পোরেশনের অনুকূলে উন্নয়ন সহায়তার অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০২২।

সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত নগরবাসীকে মানসম্মত এবং উন্নত নাগরিক পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে 'স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯'-এ সিটি কর্পোরেশনসমূহকে কর আরোপ ও আদায়, বাজেট প্রস্তুতকরণ এবং নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। আইনগত কাঠামোর আওতায় সম্পদ আহরণ ও ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশনসমূহের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকার তথা স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রতি বছর উন্নয়ন সহায়তা খাত হতে সিটি কর্পোরেশনসমূহের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ দিয়ে থাকে। এছাড়াও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং জরুরী অবস্থা মোকাবেলায় অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

২. বর্তমান প্রেক্ষাপটে সম্পদ ব্যবহারে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় সিটি কর্পোরেশনের অনুকূলে বরাদ্দকৃত এ সকল উন্নয়ন সহায়তার অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহারের নিমিত্ত একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ বিবেচনায় এতদ্‌সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩. এ নির্দেশিকা জারির মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনসমূহকে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা যথাযথভাবে বরাদ্দ এবং ব্যয় নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এছাড়া, সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে এ নির্দেশিকাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে মর্মে আশা করা যায়।

৪. পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সিটি কর্পোরেশনসমূহ এ নির্দেশিকা'র অনুসরণে সিটি কর্পোরেশন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল ব্যবহার ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে এ নির্দেশিকার কোন ব্যত্যয় হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে।

৫. জনস্বার্থে এ নির্দেশিকা জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২৭.০৬.২০২২

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী
সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ

সূচিপত্র

ক্রমিক	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১.	ভূমিকা	১
২.	নির্দেশিকা প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য	২
৩.	অধিক্ষেত্র	২
৪.	প্রাপ্ত উন্নয়ন সহায়তার ব্যবহার	২
৫.	উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরির নীতি	২
৬.	সাধারণ সেবার বিপরীতে সেবাভিত্তিক বরাদ্দ	৩
৭.	প্রকল্প/স্কীম/কার্যক্রম বাস্তবায়ন	৩
৮.	তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ	৪
৯.	প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিতকরণ	৪
১০.	বিবিধ	৪
১১.	পরিশিষ্ট	৫

১. ভূমিকা

১.১ বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে নগরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৮ ভাগ নগর জনগোষ্ঠী এবং এটি শতকরা ২.৫ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে নগর অঞ্চলের উৎপাদনশীলতা ৬০ ভাগের বেশি এবং নগর এলাকার মধ্যে বসবাসরত শতকরা ৬০ ভাগ মানুষ সিটি কর্পোরেশন এলাকাসমূহে বসবাস করছে। বর্ধিত জনগোষ্ঠীর জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে সিটি কর্পোরেশন আধুনিক পরিষেবা যথা: বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নগর পরিচ্ছন্নতা, জলাবদ্ধতা নিরসন, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামত, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন এবং স্থানীয় পর্যায়ের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি নিশ্চিতকরণে সম্পদ আহরণ একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

১.২ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত নগরবাসীকে মানসম্মত নাগরিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১২টি সিটি কর্পোরেশন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা ও কার্যপরিধি সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে সিটি কর্পোরেশনসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপের ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। আইনগত কাঠামোর আওতায় সংগৃহিত অর্থ আহরণ ও ব্যবস্থাপনা ব্যতীত সিটি কর্পোরেশনসমূহের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকার তথা স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রতিবছর উন্নয়ন-সহায়তা থোক বরাদ্দ খাতে সিটি কর্পোরেশনসমূহের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ দিয়ে থাকে। এছাড়াও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় সিটি কর্পোরেশনসমূহে অর্থ বরাদ্দ করা হয়।

১.৩ সিটি কর্পোরেশনসমূহে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে সম্পদ ব্যবস্থাপনাসহ কর্পোরেশনের অপরাপর অর্পিত আইনগত দায়িত্ব সম্পাদনের ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে সিটি কর্পোরেশনসমূহের প্রতিশ্রুত সেবা, সেবা প্রদান পদ্ধতি, প্রদত্ত সেবার মান বৃদ্ধি এবং স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহ/আহরণসহ সকল কার্যক্রমের সম্পৃক্ততা ও অধিকতর দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণে নগর উন্নয়ন সহায়তা হিসেবে বরাদ্দকৃত অর্থের কার্যক্রমভিত্তিক বন্টন, প্রাপ্ত অর্থ ব্যবহার আর্থিক বিধি বিধান অনুসরণ তথা আর্থিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন জরুরী মর্মে বিবেচিত হয়েছে। এ নির্দেশিকার মূল লক্ষ্য সিটি কর্পোরেশনসমূহ তাদের আওতাভুক্ত এলাকায় উন্নত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে বরাদ্দকৃত উন্নয়ন সহায়তা ব্যবহারের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি। সিটি কর্পোরেশনসমূহ একটি সমন্বিত নির্দেশিকা অনুসরণপূর্বক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতসহ গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে।

১.৪ উন্নয়ন সহায়তার অর্থ ব্যবহার ও প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এ নির্দেশিকা আবশ্যিকভাবে অনুসরণ করতে হবে।

২. উন্নয়ন সহায়তার অর্থ ব্যবহার নির্দেশিকা প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য নিম্নরূপ

২.১ সিটি কর্পোরেশনসমূহের উন্নয়ন সহায়তা ব্যবহারে সক্ষমতা বৃদ্ধি;
২.২ জন অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন সহায়তার পরিচালন;
২.৩ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান;
২.৪ সিটি কর্পোরেশনের অর্পিত দায়িত্ব ও কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন; এবং
২.৫ জনআকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে অগ্রাধিকারমূলক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

৩. অধিক্ষেত্র

উন্নয়ন সহায়তা ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশিকা 'স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন), আইন ২০০৯' এ উল্লিখিত সিটি কর্পোরেশনসমূহের এখতিয়ারভুক্ত এলাকার জন্য প্রযোজ্য হবে। উক্ত আইনের আওতায় সুনির্দিষ্ট অঞ্চল/সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও এ নির্দেশিকা অনুরূপভাবে প্রযোজ্য হবে।

৪. প্রাপ্ত উন্নয়ন সহায়তার ব্যবহার

৪.১ অর্থবছরের বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে সিটি কর্পোরেশনের জন্য উন্নয়ন সহায়তা খাতের (কোড নম্বর: ২২১০০০৮০০) সাধারণ বরাদ্দ উপখাত (অর্থনৈতিক কোড নম্বর: ৪১১১৩১৭) সুনির্দিষ্ট করা হবে। এক্ষেত্রে সাধারণ থোক বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনসমূহের আয়তন, জনসংখ্যা, গত অর্থবছরের রাজস্ব আয় সাধারণ সূচক হিসেবে বিবেচনা করা হবে। অধিকন্তু, রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধির হার, উন্নয়ন ব্যয়ের সক্ষমতা হার এবং বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তিতে প্রাপ্ত নম্বর দক্ষতা সূচক হিসেবে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের জন্য বিবেচনা করা হবে। অর্থ বছরের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ চারটি সমান কিস্তিতে সিটি কর্পোরেশনসমূহের অনুকূলে অবমুক্ত করা হবে।

৪.২ 'স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯'-এর তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত বিস্তারিত কার্যাবলি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত উন্নয়ন সহায়তা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ব্যয়/প্রকল্প/স্কিম গ্রহণ করতে হবে।

৫. উন্নয়ন সহায়তা বরাদ্দে অনুসরণীয় নীতি

৫.১ মঞ্জুরি সহায়তা হতে ব্যয়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নীতি প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে:
৫.১.১ সিটি কর্পোরেশনসমূহকে যে উদ্দেশ্যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, উক্ত উদ্দেশ্যে তা ব্যয় করা;
৫.১.২ উন্নয়ন সহায়তার বিভিন্ন কোডের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করা;
৫.১.৩ উন্নয়ন সহায়তা হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ সুনির্দিষ্ট তফসিলি ব্যাংকে জমা এবং ব্যয় শ্রেণিবিন্যাসপূর্বক হিসাবভুক্ত করা;
৫.১.৪ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার বিভাগের সাথে সিটি কর্পোরেশনসমূহ উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরির ব্যয়িত অর্থের হিসাব সংগতিসাধন (Reconciliation) করা।

৫.১.৫ উন্নয়ন সহায়তা হিসেবে মঞ্জুরিকৃত অর্থের অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৫.১.৬ অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান কঠোরভাবে অনুসরণ নিশ্চিত করা; এবং

৫.১.৭ স্থানীয় সরকার বিভাগের পূর্বানুমোদন ছাড়া সম্পূরক উন্নয়ন সহায়তা পাওয়া যাবে এ প্রত্যাশায় কোনো প্রকল্প/স্কীম গ্রহণ বা অর্থ ব্যয় করা যাবেনা।

৬. সাধারণ সেবার বিপরীতে খাতভিত্তিক বরাদ্দ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় সরকারের উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরির অর্থে কেবল নিম্নবর্ণিত সেবাখাতসমূহে মোট বরাদ্দের শতকরা আনুপাতিক হারে নির্ধারিত অর্থে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে:

ক্রমিক	খাত	শতকরা হার
১	রাস্তাঘাট, কালভার্ট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ	৩০-৩৫%
২	জলাবদ্ধতা নিরসন	২০-২৫%
৩	জনস্বাস্থ্য ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	২০-২৫%
৪	প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা	১০-১৫%
৫	পানীয় জল সরবরাহ ও স্যানিটেশন	১০-১৫%
৬	শিক্ষা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	৫-১০%
৭	বিবিধ	৫-১০%

৬.১ এডিপিতে প্রাপ্ত বরাদ্দ/অর্থ বিভাজনের নিমিত্ত খাতওয়ারী উপরে বর্ণিত নির্ধারিত হারে স্থানীয় চাহিদার নিরিখে সিটি কর্পোরেশনের সভায় সিদ্ধান্তক্রমে এবং স্থানীয় সরকার বিভাগকে অবহিত রেখে কোন অর্থবছরের খাতসমূহের এক বা একাধিক খাতে অর্থ বিভাজন কম/বেশি করা যাবে।

৬.২ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় কোন প্রকল্প বা স্কিম গ্রহণ করা হলে বা উন্নয়ন সহায়তা খাত হতে পৃথকভাবে বরাদ্দ প্রদান করা হলে উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরির অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট খাত বাদ রাখতে হবে।

৬.৩ পূর্ববর্তী অর্থবছরে সরকারের নিকট থেকে প্রাপ্ত উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সিটি কর্পোরেশনসমূহের পরবর্তী অর্থবছরের জন্য বাজেট প্রণয়ন করতে হবে ।

৬.৪ অর্থ বরাদ্দ বিষয়ে সরকারের উপর অধিক নির্ভরশীলতা হ্রাসকল্পে সিটি কর্পোরেশন নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহে রাজস্ব আয়ে অধিকতর তৎপর হয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৭. প্রকল্প/স্কিম/কার্যক্রম বাস্তবায়ন

৭.১ প্রকল্প/স্কিম/কার্যক্রম বাস্তবায়ন চূড়ান্ত করার পর সিটি কর্পোরেশনসমূহ ‘পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬’ ও ‘পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮’ (সর্বশেষ সংশোধনীসহ) এর বিধান অনুসরণ করে যথাশীঘ্র সম্ভব দরপত্র আহবান, ঠিকাদার নির্বাচন ও কার্যাদেশ প্রদান করে প্রকল্প/স্কীম বাস্তবায়নে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৭.২ প্রকল্প/স্কীম বাস্তবায়নের জন্য এমনভাবে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও তৎপরতা নিতে হবে যাতে সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচি অনুযায়ী প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন প্রতিবছর ৩১ মে এর মধ্যেই সমাপ্ত হয়।

৮. তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ

মানসম্মতভাবে প্রকল্প/স্কিম/কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন প্রকল্পের কাজসমূহ নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ/তদারকির জন্য সিটি কর্পোরেশন/বিভিন্ন উইং/ বিভাগের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে 'প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও তদারকি কমিটি' গঠন করবে। কমিটি প্রতি তিন মাসে প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও অর্থ ব্যবহার পর্যালোচনা করবে। এছাড়া কমিটি বিভিন্ন ব্যক্তি/সংস্থা কর্তৃক উত্থাপিত প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে অভিযোগসমূহ পর্যালোচনা করে এবং সিটি কর্পোরেশনকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দৈবচয়ন পদ্ধতিতে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/স্কিম/কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন।

৯. প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিতকরণ

সিটি কর্পোরেশনসমূহ কর্তৃক-

(১) অর্থবছরের প্রারম্ভে চূড়ান্তকৃত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প তালিকা কর্পোরেশনের সভায় অনুমোদনক্রমে নির্ধারিত ছকে প্রতি বছর ৩১ আগস্ট তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

(২) সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের ছাড়কৃত অর্থের শতকরা খরচের হার উল্লেখসহ প্রকল্প/স্কিম/কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে (পরিশিষ্ট-১) ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

(৩) পূর্ববর্তী অর্থবছরে গৃহীত প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে প্রতি বছর ৩১ আগস্ট এর মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

১০. বিবিধ

১০.১ বছরের প্রারম্ভে সম্ভাব্য বরাদ্দের ভিত্তিতে অথবা বরাদ্দকৃত প্রথম কিস্তির উপর ভিত্তি করে দরপত্র আহ্বান এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন করার পর যদি সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে উক্তরূপ নিরূপিত অপেক্ষা কম অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায় তাহলে পরবর্তী অর্থবছরে উন্নয়ন-সহায়তা মঞ্জুরি হতে তা সমন্বয় করা হবে।

১০.২ অর্থবছরের প্রারম্ভে সম্ভাব্য বরাদ্দের যে পরিমাণ অবহিত করা হবে কিংবা প্রথম কিস্তিতে প্রাপ্ত বরাদ্দ এর উপর ভিত্তি করে যে অংক/পরিমাণ নিরূপিত হবে, তার অতিরিক্ত অর্থে কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।

১০.৩ সিটি কর্পোরেশনসমূহ কর্তৃক 'স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন), আইন ২০০৯' এ যেসব কার্য নির্দেশিকায় নির্দিষ্ট করা হয়নি তা উক্ত আইনের বিধানাবলী পরিপালন সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করা যাবে।

পরিশিষ্ট-১

সিটি কর্পোরেশনের অনুকূলে বরাদ্দকৃত উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরির আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/স্কীম/কার্যক্রমের ত্রৈমাসিক (Quarterly) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

সিটি কর্পোরেশনের নাম..

............................অর্থবছরের উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরির পরিমাণ: লক্ষ টাকা

১ম কিস্তিতে প্রাপ্ত লক্ষ টাকা জিও নম্বর.......................তারিখ:.......................
২য় কিস্তিতে প্রাপ্ত লক্ষ টাকা জিও নম্বর.......................তারিখ:.......................
৩য় কিস্তিতে প্রাপ্ত লক্ষ টাকা জিও নম্বর.......................তারিখ:.......................
৪র্থ কিস্তিতে প্রাপ্ত লক্ষ টাকা জিও নম্বর.......................তারিখ:.......................

ক্রমিক নম্বর	ওয়ার্ড নম্বর/অঞ্চল	অঙ্গের/কম্পোনেন্ট এর নাম	চলতি অর্থবছরে কাজের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা		প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তিমূল্য (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি অনুযায়ী		.......কোয়ার্টারের অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের.....মাস পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
		(প্যাকেজ/কাজের নাম)	একক	পরিমাণ			কাজ আরম্ভের নির্ধারিত তারিখ	কাজ সমাপ্তির নির্ধারিত তারিখ	বাস্তব	আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	বাস্তব	আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	
									%	%	%	%	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪